ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 115 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৭১ ● কলকাতা ● ২৩ আশ্বিন, ১৪৩২ ● শুক্রবার ● ১০ অক্টোবর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 78

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

সেখানে ঘন গাছ কম ছিল, চওড়া বড় গাছ কম ছিল, কিন্তু উঁচু উঁচু গাছ ছিল। গাছ খুব উঁচু ছিল, কিন্তু খুব কাছে কাছে মানে এত কাছে ছিল যে কোন গাছ কখনও উপড়ে গেলে আর পড়ে গেলেও তা জমির উপর কখনও সম্পূর্ণ পড়তে পারত না। তা আশেপাশের গাছে পড়ে আটকে যেত।

আর নীচে ছোট ছোট ঝোপের মত গাছ হত। সেখানে এক বিশেষ ধরনের হলুদ ও সাদা ফুলের ছোট ছোট চারা গাছ ছিল। আমি যখন ওখানে ছিলাম, তখন একবারই তাতে ফুলের বাহার এসেছিল। ঐ ফুলের বাহার থেকে গুরুদেব সালের গণনা করতেন, ঋতু বুঝতেন।

ক্রমশঃ

দুর্যোগ বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গে ফের যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আগামী সপ্তাহেই বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গে ফের যাবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই মতো আগামী সোমবার দার্জিলিংয়ে যাচ্ছেন তিনি। দুর্যোগ বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গে ফের যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুনর্গঠনের কাজ এবং তদারকি কিভাবে হচ্ছে সবটাই খতিয়ে দেখা হবে। তাঁর মন্তব্য, কাজ করে সমালোচনা করলে স্বীকার করে নেবেন। কিন্তু কাজ না করে মিথ্যা দোষারোপ করা যাবে না। নিজের উদ্যোগে ৪৫টা ভলভো বাসে করে বহু পর্যটকদের কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে। রাত তিনটে পর্যন্ত উত্তরকন্যায় বসে ত্রাণের ব্যবস্থা করেছেন। এরপরই বাগডোগরা থেকে কলকাতার অস্বাভাবিক বিমান ভাড়া নিয়ে সরব হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী। আগামী ১১ অক্টোবর মাইথন ঘেরাও করার কথা বলেছেন। এরপর পাঞ্চেতও ঘেরাও করবে তৃণমূল কংগ্রেস। নবান্নে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় জানান তাঁর উত্তরবঙ্গ সফরের কথা। কয়েকদিনের বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত

এরপর 3 পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE 24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

হেল্থ স্কীমের দাবিতে কোচবিহার থেকে নবান্ন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের পদযাত্রা আজ শিলিগুড়িতে পৌঁছাল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের পশ্চিমবঙ্গ হেল্থ স্কীমের অন্তর্ভুক্তির দাবিতে পদযাত্রা আজ পঞ্চম দিনে শিলিগুড়ি এসে পৌঁছালো। প্রাথমিক শিক্ষক অনুপ সাহুর নেতৃত্বে এই পদযাত্রার সূচনা হয় ৫ অক্টোবর কোচবিহার সাগরদিঘি মাঠ থেকে। ১৯ দিনের এই পদযাত্রা শেষ হবে হাওড়া ময়দানে ২৩ শে অক্টোবর। ২৪ তারিখ হবে নবান্ন অভিযান। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বহু আন্দোলনের স্বাক্ষর থাকলেও ইতিপূর্বে ১৯ দিন ব্যাপী কমবেশী ৮০০ কিমিঃ শিক্ষকদের পদযাত্রা সবার নজর কেড়েছে। সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ভাবে শিক্ষক সমাজের ডাকে স্বাস্থ্য পরিষেবার দাবিতে একদল শিক্ষক সমাজের পক্ষ থেকে এই আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ সাধারণ মানুষ বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসাথী পেয়ে থাকেন, কিন্তু শিক্ষক সমাজের স্বাস্থ্যসাথী দিতে মাসিক ৫০০ টাকা দিতে হয়। আবার সরকারি ও পঞ্চায়েত কর্মচারী যদি ৫০০ টাকার বিনিময়ে পশ্চিম বঙ্গ হেল্থ স্কীমের সুবিধা পেয়ে থাকেন, তাহলে শিক্ষক সমাজ পাবেনা কেন? এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের পরিবারের স্বাস্থ্য সুরক্ষার দাবিতে এই আন্দোলন।

পদযাত্রায় প্রতিদিন দুটি করে পথসভা, পোস্টারিং ও লিফলেট বিলি করতে করতে শিক্ষক সমাজ এগিয়ে আসছে নবান্নের দিকে।

শিক্ষক শ্রীমন্ত ঘোষ বলেন দাবি না মানা পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে। শিক্ষক অরুণ কুমার দাস ও লুৎফুল হক বলেন যে, শিক্ষক যদি সুচিকিৎসার অভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকে তাহলে শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। তাই এ লড়াই শুধু শিক্ষক সমাজের নয়, রাজ্যের আপামর জনগণের সুস্বাস্থ্য ও সুশিক্ষা রক্ষার লড়াই। আয়োজক সংগঠকদের মধ্যে অন্যতম শিক্ষক সিদ্ধানন্দ পুরকাইত বলেন যে , হেল্থ স্কীমের এই দাবি যথার্থ। সরকারের দ্বিচারিতা ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে এ লড়াই চলবে।

আগামী ২৩ শে অক্টোবর হাওড়া ময়দানে পদযাত্রার শেষে রাত্রিবাস এবং পরের দিন দুপুর ১২ টায় হাওড়া ময়দান থেকে ঐতিহাসিক মিছিল এগিয়ে যাবে নবান্নে স্মারকলিপি জমা করতে।

বন্যার পরেও বেহাল রাস্তাঘাট, ক্ষোভ সাধারণ মানুষের

পার্থ ঝা,মালদা

বন্যা বিধ্বস্ত ভুতনিতে জল নেমেছে প্রায় সপ্তাহ খানেক আগে। তবে এখনও বেশিরভাগ রাস্তা বেহাল অবস্থায়। ফলে যাতায়াতে চরম বিপাকে পড়েছেন ভূতনিবাসী। রাস্তাগুলি সংস্কারের জন্য উদ্যোগ নেই প্রশাসনে বলে অভিযোগ।

বাঁধ ভেঙে গঙ্গা এবং ফুলহার নদীর জলে আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময়ে দু'দফা বন্যা হয় মালদার মানিকচকের ভূতনির উত্তর চন্ডিপুর, দক্ষিণ চন্ডিপুর এবং হিরানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। প্রায় সপ্তাহ খানেক হল বন্যার জল কমে গেছে এবং রাস্তা জেগে উঠেছে। আর সেই রাস্তাগুলি পুরোপুরি বেহাল অবস্থায়। কোথাও জলের তোড়ে রাস্তার বেশ কিছুটা অংশ একেবারে ভেঙে গিয়েছে, আবার কোথাও খানাখন্দে ভরে গিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে ওই বেহাল রাস্তায় যাতায়াত করতে গিয়ে চরম বিপাকে পড়েছেন বাসিন্দারা।

বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত পলিনটলা ঢাব এলাকার রাস্তাটি। এই রাস্তার বেশিরভাগ অংশ বেহাল হয়ে রয়েছে। ফলে জরুরী ভিত্তিতে যাতায়াতের জন্য প্রচুর অসুবিধায় পরতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।এবিষয়ে পথচারী অনুপ মন্ডল জানান,বন্যায় ফলে সব চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পলিনটলা ঢাব এলাকার রাস্তাটি।এই রাস্তার বেশির ভাগ অংশ বেহাল ফলে খুব অসুবিধা হচ্ছে।এবিষয়ে বামফ্রন্ট নেতা দেবজ্যোতি সিনহা জানান, ভুতনিতে তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতে বেহাল রাস্তা রয়েছে। এমন কিছু রাস্তা রয়েছে পঞ্চায়েতের তরফে সংস্কার করে দেওয়া যায়।কিন্তু তারা করছে না।ফলে মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে।

(১ম পাতার পর)

দুর্যোগ বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গে ফের যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

হয়ে পড়েছে উত্তরবঙ্গ। সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে নাগরাকাটা ও মিরিক। ভেঙে পড়েছে একাধিক রাস্তা ও সেতু। সেগুলো দ্রুত তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৫ দিনের মধ্যে অস্থায়ী রাস্তা ও সেতু তৈরির কথাও বলা হয়েছে। সেইমতো কাজও শুরু হয়েছে। নির্দেশ মতো কাজ কতটা এগিয়েছে তা খতিয়ে দেখতে ফের উত্তরবঙ্গে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার দার্জিলিংয়ে যাবেন তিনি। সেখান থেকেই কাজের তদারকিও করবেন।

নির্দেশ মেনে কাজ কতটা এগিয়েছে, কীভাবে কাজ করা সম্ভব হবে সবটাই নজরদারি করবেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি এই বিপর্যয়ের সময় যাঁরা সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে তথা দমকল কর্মী, এসডিআরএফ, পুলিশ, ইঞ্জিনিয়ার, চিকিৎসক, নার্স সকলকে সম্মানিত করবে রাজ্য। কারণ চরম বিপদের মুখেও ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তাঁরা। নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন। মিরিকের রাস্তা এখনও ঠিক না হওয়ায়, সেখানে যাওয়া সম্ভব নয় বলে দার্জিলিংয়ে বসেই পরিস্থিতির পর্যালোচনা করবেন তিনি।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাতে নবান্নের প্রেস কর্নারে আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একান্ত আলাপচারিতায় প্রায় ঘন্টা খানেক সময় কাটানোর ফাঁকে উত্তরবঙ্গের বন্যা বিপর্যয়ের জন্য কেন্দ্রেকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন তিনি। তাঁর অভিযোগ তিস্তা, জলঢাকা, তোর্সার মত নদীতে পরপর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করে নদীর স্বাভাবিক গতিপথে বাধা তৈরি করা হয়েছে। গঙ্গা ভাঙন, বন্যা নিয়ন্ত্রণের মত প্রকল্প কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকায় কোনও কাজই হয়নি। মাইথন, পাঞ্চেতে ড্রেজিং না করার জন্য সমস্যা হচ্ছে। অতিরিক্ত জল ছাড়ায় রাজ্য ভেসে যাচ্ছে বলে অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। প্রতিবাদ কর্মসূচি করার কথাও বলেছেন।

বিস্ফোরক শওকত, পাল্টা খোঁচা নওশাদের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আইএসএফের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা। তৃণমূল বিধায়কের মন্তব্য, বিজেপি টাকা না দিলে আইএসএফ পার্টি চলবে না। বিজেপির পা চাটা গোলাম আইএসএফ। প্রতিনিয়ত দুই ভাই আব্বাস ও নওশাদ কোলাঘাট, কাঁথি এমনকি ফুরফুরা শরীফে মিটিং করে বিজেপির সঙ্গে।এদিকে, ক্যানিং পূর্বের বিধায়কের ওই মন্তব্য নিয়ে বিজেপির মুখপাত্র দেবজিত্ সরকার বলেন, বিস্ফোরক মন্তব্য, বিষাক্ত মন্তব্য করা ওদের কালচার। বাংলার মানুষ এখন এসব নিয়ে ভাবছে না। বাংলার মানুষ ছাব্বিশের ওই দিনটার জন্য অপেক্ষা করছে যে সময় ভোট দিয়ে তৃণমূলকে বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দিতে পারবে।ভাঙড় বিজয়গঞ্জ এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের একটি কর্মী সভা থেকে ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, বিজেপির পা চাটা গোলাম আইএসএফ। আইএসএফের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি ও তার ভাই আব্বাস সিদ্দিকি প্রতিনিয়ত বিজেপির নেতাদের সঙ্গে মিটিং করছে। কারণ বিজেপি টাকা না দিলে আইএসএফ পার্টি চলবে না। বিজেপি যদি অর্থ না দেয় আইএসএফের পা ফেলার ক্ষমতা নেই। পাশাপাশি শওকত আরো বলেন, বিজেপির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করতে হবে।

শওকত মোল্লার ওই মন্তব্য নিয়ে আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি বলেন, শওকত মোল্লা সাহেব এরকম অবাঞ্ছিত মন্তব্য করার জন্য ইতিমধ্যেই তাঁর নামে মানহানির মামলা করেছি। বলেছিলেন বিজেপির কাছ থেকে আমরা এতটাকা, ততটাকা নিয়েছি। তার প্রমাণ তিনি কোর্টে গিয়ে দেবেন। তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে কী সম্পর্ক রয়েছে তা আমরা সব জানি। কদিন আগে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বললেন, লেবার রুমে যদি বিজেপির ২ বর্ষীয়ান নেতা না থাকত তাহলে তৃণমূলের জন্ম হত না। এখন আমাদের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে আর পেরে উঠছে না তৃণমূল কংগ্রেস। গুন্ডা, মস্তান, পুলিস দিয়েও ফেল হয়ে গিয়েছে। মানুষ আতঙ্কিত হয়ে আইএসএফের ছায়াতলে আসছে। সেইজন্য শওকত মোল্লারা আমাদের নামে মিথ্যাচার করছে।

ভর সন্ধ্যায় বাজারের মাঝে একের পর এক স্কুটারে বিস্ফোরণ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দিওয়ালির কেনাকাটা করছিলেন সবাই। হঠাৎ পরপর বিস্ফোরণ। নিমেষে গ্রাস করল আতঙ্ক। বুধবার সন্ধ্যায় কানপুরের মেসটার্ন রোডে একের পর এক স্কুটারে বিস্ফোরণ হল। বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন ৮ জন। কী থেকে এই বিস্ফোরণ? বড় কোনও নাশকতার ছক ছিল? ৮ অক্টোবর সন্ধ্যায় আচমকাই উত্তর প্রদেশের কানপুরের ওই জমজমাট রাস্তায় দাঁড় করানো দুটি স্কুটারে বিস্ফোরণ হয়।বিস্ফোরণের পরই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় উত্তর প্রদেশ এটিএস টিম ও ফরেন্সিক টিম। তারা নমুনা সংগ্রহ করেছে। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা-ও যোগাযোগ করেছে। আজ লখনউতে পৌছনোর কথা এনআইএ-র।প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, সন্ধ্যা ৭ টা ১৫ মিনিট নাগাদ বিস্ফোরণ হয়। মূলত এই এলাকায় ছোট খেলনা ও বাজির দোকানই রয়েছে। উৎসবের মরশুম চলছে বলে বেশ ভিড় ছিল। আচমকাই সেখানে স্কুটারে বিস্ফোরণ হয়, কালো ধোঁয়া বের হয় গলগল করে। স্কুটারের আশেপাশে যারা দাঁড়িয়েছিলেন, তারা আহত হন এই বিস্ফোরণে। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দুইজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া

এরপর ৫ পাতায়

সম্পাদকীয়

সিইও-র বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মমতা

আগামী ২ নভেম্বর থেকেই রাজ্যে শুরু হতে পারে SIR (Special Intensive Revision)। বৃহস্পতিবার কোলাঘাটে পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং ঝাড়গ্রাম জেলার BLO ও ERO-AERO দের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে এই ইঙ্গিত দিয়েছে কমিশন । তারপরই নবান্নের সাংবাদিক বৈঠক থেকে কড়া বার্তা শোনালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।বুধবারের পর বৃহস্পতিবারও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে মীরজাফর বলে কটাক্ষ করেছেন। একই সঙ্গে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, "আমি নিজে শুনেছি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে একটা মিটিংয়ে ইন্সট্রাকশন দিয়ে গেছেন অনেক নাম বাদ দেব। নাম বাদ দেওয়ার ওরা কে?"মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, বৈঠকের নামে বিএলওদের ডেকে হুমকি দিচ্ছে কমিশন। তাই রাজ্যকে বাদ দিয়ে কয়েকজন অফিসারকে নিয়ে বৈঠক করা হচ্ছে।

এরপরই তাৎপর্যপূর্ণভাবে রাজ্যের নির্বাচনী আধিকারিত (সিইও) মনোজ আগরওয়ালের বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ এনেছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়! রাজ্যের সিইওর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে, সময় হলে বলব, তিনি নিজে নানা দুর্নীতিতে অভিযুক্ত।"

মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, "এখনও তো ভোট ঘোষণা হয়নি, তাহলে কীসের ভিত্তিতে এভাবে জেলায় জেলায় বৈঠক করছে কমিশন?" খানিক থেমে জবাবও দিয়েছেন নিজেই। দাবি করেছেন, "এসআইআরের নাম করে এনআরসি চালু করার চেষ্টা হচ্ছে!"

অভিযোগ করেছেন, এসআইআরের নামে ভোট কাটার চক্রান্ত চলছে। অসম সরকার কীভাবে বাংলার নাগরিকদের নোটিস পাঠাতে পারেন, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি। গোটা ঘটনায় সামগ্রিকভাবে কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এসআইআর শুরুর আগে বিজেপির একজন মন্ত্রী কী করে বলে, দেড় কোটি নাম বাদ দেওয়া হবে। কমিশনের কাছে আমরা নিরপেক্ষতা আশা করি। সরকার, বিরোধী মিলেই গণতন্ত্র। সংবিধানে সাধারণ মানুষের অধিকার রয়েছে, সেটা খর্ব করা বরদাস্ত করব না। এসআইআরের নামে তাড়াহুড়ো করে কারও নাম কাটা হলে, সে রাজবংশী হোক, মতুয়া হোক, একজন ভোটারের নাম বাদ গেলে পাল্টা অ্যাকশন হবে।"

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

মাছ-মাংস সবরকম থাকবে। মা কালীর আমিষ ভোগও মায়ের সামনেই সাজানো হবে। তবে লক্ষ্মীর নিরামিষ ভোগের সঙ্গে যেন কোনওভাবেই মা কালীর আমিষ ভোগের ছোঁয়া না লাগে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা জানিয়ে রাখি, কালীঘাটে মহালক্ষ্মী পুজোর দিনও কিন্তু পাঁঠাবলি হয়। সেবায়েত পরিবারের লোকজন ও পশ্চিমবঙ্গীয়দের পাঁঠাবলি নেই। কিন্তু পূর্ববঙ্গীয় যাঁরা তাঁরাও তো এদিন মায়ের কাছে আসতে পারেন। মায়ের নামে সংকল্প করে তাঁরা পাঁঠাবলিও দেন।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

বিহার নির্বাচনের আগে বড় ঘোষণা তেজস্বীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঘোষণা হয়ে গিয়েছে নির্বাচনের দিনক্ষণ। লড়াইয়ের ময়দানে একে একে নামে পড়ছে সব দল। এর মাঝেই আসন রফা করতে না পারলেও প্রতিশ্রুতির পসরা সাজিয়ে বসেছে আরজেডি। বিহারের সব বাড়িতে একটি করে সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তেজস্বী। তাঁর দাবি ঝড় তুলেছে বিহারের রাজনৈতিক মহলে।সোমবার বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ সাংবাদিক বৈঠক করে নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানান, বিহারে বিধানসভা নির্বাচন শুরু হবে ৬ নভেম্বর থেকে। দু'দফায় নির্বাচন শেষ হবে ১১ নভেম্বর। ফল ঘোষণা ১৪ নভেম্বর। নির্বাচনের যাবতীয় প্রক্রিয়া শেষ হবে ১৬ নভেম্বর। নির্বাচনী নির্ঘণ্ট প্রকাশের পাশাপাশি বিহারে গত কয়েক মাস ধরে চলতে থাকা বিশেষ নিবিড় সংশোধনী বা এসআইআরের ভূয়সী প্রশংসা করেন কমিশনার।বিহারের হাই ভোল্টেজ নির্বাচনের আগে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, বিহারে বিরোধী জোট 'মহাগটবন্ধন' ক্ষমতায় এলে, সরকার গঠনের ২০ দিনের মধ্যে রাজ্যের সব পরিবারের অন্তত একজন সরকারি চাকরি পাবেন। তেজস্বীর দাবি, বিহারের কোনও বাড়ি এমন থাকবে না যেখানে চাকরি নেই।

বৃহস্পতিবার, পাটনায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে তেজস্বী বলেন, "আমরা আজ এক

এরপর ৬ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

চঞ্চুটা জিহ্বা হয়ে গেছে, পক্ষ পরিণত হয়েছে খড়্গাজাতীয় অস্ত্রে। দেখুন মা কালীর উত্থান ইতিহাস থেকেই যুদ্ধমাতৃকারা পালযুগের বৈশিষ্ট্য। সহজ উপাসনায় চামুণ্ডাপ্রতিম আরেকজন মাতৃকা – চর্চিকা – তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়ল পালযুগে, বজ্রযানে তিনি বজ্রচর্চিকা।**ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

কোলাঘাটের বৈঠকে প্রশাসনকে প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ কমিশনের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তমলুক: এসআইআর শেষের ৩ মাসের মধ্যে বঙ্গে নির্বাচন! ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের জন্য জেলা প্রশাসনকে প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এমনটাই খবর জেলা প্রশাসন সূত্রে। রাজারহাটের পর আজ, কোলাঘাটে ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসে জাতীয় নির্বাচন কমিশন।এদিকে বৃহস্পতিবার কোলাঘাটে বিএলও-দের ডাকা বৈঠক নিয়ে আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিশানা করেছেন রাজ্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে। তাঁর প্রশ্ন, "এখন তো ভোট নয়। এখনও কমিশনের অধীনে যায়নি রাজ্য। তবে কেন বিএলও-দের নিয়ে বৈঠক করছেন?" নাম না করে মমতার হুঁশিয়ারি, "বেড়ে খেলবেন না, দুর্নীতির অনেক অভিযোগ আছে, সময় হলে ঠিক প্রকাশ করব।"

সেই বৈঠকের পর স্থানীয় বিএলওদের সঙ্গেও বৈঠক করেন নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা। সূত্র মারফত খবর, বৈঠকে স্পষ্ট বলা হয়েছে যেন কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ না যায়।

বৃহস্পতিবার কোলাঘাটের বলাকা ভবনে বৈঠকে বসে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। উপস্থিত ছিলেন উপ-নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। ছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। তিনজেলা প্রশাসনের ডিএম, এসপি ও অন্যান্য আধিকারিকরা। সেখানে আধিকারিকদের চূড়ান্ত প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কী কী পদ্ধতিতে কাজ হবে তাও আলোচনা হয়েছে বলে খবর।

এই বৈঠকের পর বিএলওদের সঙ্গেও বৈঠক হয়েছে। সেখানে তাঁদের একাধিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন আধিকারিকরা। বৈঠকে আইটি নেটওয়ার্ক, বিএলও অ্যাপ কীভাবে কাজ করবে সেই সম্পর্কিত আলোচনা হয়। আজকে শুধুমাত্র আলোচনা হয়েছে। পরেরবার অ্যাপ নিয়ে ট্রেনিং হবে।

এসআইআর-এ আধার বৈধ কি না সেই বিষয়ে মুখ খোলেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার মনোজ আগরওয়াল। তিনি বলেন, "কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ যাবে না। আধার নিয়ে আইনে যা আছে সেটাই হবে। যাঁদের শুধুমাত্র আধার কার্ড রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে অন্য কোনও ডকুমেন্ট লিংক থাকতে হবে। ২০০২ সালের এসআইআরে যাঁদের নাম ছিল, যাঁরা সরকারি আধিকারিক তাঁদের কোনও ডকুমেন্ট লাগবে না।"

এই দিনের বৈঠকের সময় স্থানীয় ব্রাহ্মণ সমিতির পক্ষ থেকে সভাগৃহের বাইরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। তাঁদের হাতে 'এসআইআর বাতিল করতে হবে', 'এসআইআর মানছি না, মানব না'র, মতো প্ল্যাকার্ড দেখা গিয়েছে। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে সেই বিক্ষোভ ওঠে।

(৩ পাতার পর)

ভর সন্ধ্যায় বাজারের মাঝে একের পর এক স্কুটারে বিস্ফোরণ

হয়। দুইজন গুরুতর জখম, তাদের দেহের অনেকটা অংশ পুড়ে গিয়েছে।

এক মহিলা, যিনি আবর্জনা সংগ্রহ করছিলেন, তিনি সবথেকে বেশি দগ্ধ হয়েছেন। আহত আরও চারজনকে লখনউতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে চিকিৎসার জন্য। গুরুতর আহত ওই মহিলার দাবি, স্কুটারের উপরে কিছু একটা ছোড়া হয়েছিল, তারপরই বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের জেরে একাধিক দোকানও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, স্কুটারের স্টোরেজ কম্পার্টমেন্ট থেকেই বিস্ফোরণ হয়েছে। অনুমান, বাজি থেকে বিস্ফোরণ হয়েছে। কে বা কারা ওই স্কুটারগুলির মধ্যে বাজি রেখেছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একটি স্কুটারেই বাজি রাখা ছিল নাকি আরও বড় কোনও নাশকতার ছক ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219, (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্তা মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu sarda
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)
Mobile : 9564382031

বঙ্গোপসাগরে নামল বাংলাদেশের যুদ্ধজাহাজ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

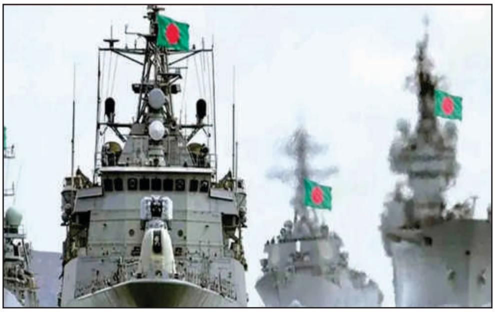

আর ইলিশ ধরা যাবে না। ইলিশ বাঁচাতে মরিয়া বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। এবার শুধুমাত্র জলপথে নয়, আকাশপথেও পাহারা দেওয়া হবে। যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করল ইউনূস সরকার। বঙ্গোপসাগরের উপরে ড্রোন ও হেলিকপ্টারও ওড়ানো হবে। কেন এত তৎপরতা? প্রথম আলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে ইলিশের প্রজননের মরশুম শুরু হচ্ছে।ইতিমধ্যেই বিগত কয়েকদিনে এই দুই জেলা থেকে ইলিশ ধরতে গিয়ে শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে মাছ ধরার জালও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত বছর ৯০ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে আটক করেছিল বাংলাদেশ মাছ ধরতে গিয়ে। পরে বন্দি বদলের সময় তাদের মুক্তি দেওয়া হয়। চলতি বছরের মরশুমে প্রচুর ইলিশ মাছ উঠেছিল।এই সময়ে যাতে কেউ ইলিশ শিকার না করেন, তার জন্য এত নিরাপত্তার কড়াকড়ি। জানা গিয়েছে , হিজলা, মুলাদী, মেহেন্দীগঞ্জ, চাঁদপুরের হাইমচর সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন নদী ও বঙ্গোপসাগরে বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৭টি যুদ্ধজাহাজ, ড্রোন, হেলিকপ্টার দিয়ে নজরদারি চালানো হবে সর্বক্ষণ। যদি এই সময়ে কোনও মৎসজীবী ইলিশ মাছ ধরতে গিয়ে ধরা পড়েন, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা হবে। বিদেশি মৎসজীবীরাও ছাড় পাবে না। গত ৪ অক্টোবর থেকে ইলিশের প্রজনন মরশুম শুরু হয়েছে। এই মরশুম চলবে তিন সপ্তাহ, আগামী ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত ইলিশ মাছ ধরা যাবে না। এই সময়ে জলসীমায় নিয়মিত টহল করা হবে। পাশাপাশি কপ্টার ও ড্রোনের মাধ্যমেও নজরদারি চালানো হবে। বাংলাদেশের মৎস মন্ত্রকের ইলিশ বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর মহম্মদ কামারুজ্জামান জানিয়েছেন, এই সময়ে বরিশাল ও চট্টগ্রামের উপরে বিশেষ নজর রাখা হবে।

(৪ পাতার পর)

বিহার নির্বাচনের আগে বড় ঘোষণা তেজস্বীর

ঐতিহাসিক ঘোষণা করছি। অএনেকি জানতে চেয়েছেন আমরা কীভাবে বিহারকে এগিয়ে নিয়ে যাবো। গত ২০ বছরে এই সরকার একবারও এটা বোঝেনি বিহারের সবথেকে বড় সমস্যা বেকারত্ব।” তাঁর দাবি শাসক জেডিইউ এবং তার জোটসঙ্গি বিজেপি কাউকে চাকরির প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে না। উল্টে বেকার ভাতা দেওয়ার কথা বলছে। তেজস্বীর দাবি, সরকার গঠনের ২০ দিনের মধ্যে আইন করে এই কাজ শুরু করা হবে এবং ২০ মাসের মধ্যে এই প্রক্রিয়া শেষ হবে। নির্বাচনের প্রাক্কালে সব রাজনৈতিক দল প্রতিশ্রুতির পসরা সাজিয়ে বসে। যদিও সেই প্রতিশ্রুতি সবসময় পূর্ণ হয় তা নয়। সেই কথা মাথায় রেখেই তেজস্বীর দাবি, তিনি কোনও ফাঁকা আওয়াজ দিচ্ছেন না। তথ্যের উপর ভিত্তি করেই তিনি এই দাবি করছেন।

ভয়ঙ্কর রাজনীতির প্রাচীরে অবশেষে দু'জনকে গ্রেফতার করল রাজ্য পুলিশ

বেবি চক্রবর্ত্তী

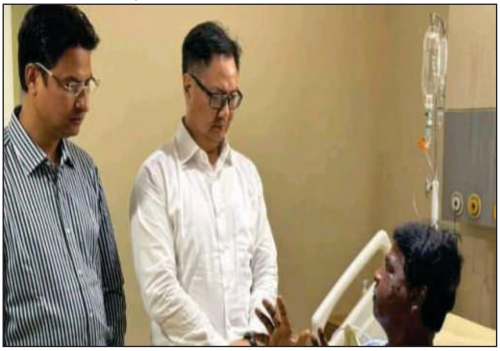

বর্তমানে রাজ্য পুলিশের ক্ষমতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই..! কিন্তু এই ক্ষমতার চাবিকাঠি বাধা যেন রাজনীতি। তা না হলে প্রকাশ্যে এমন ভয়ঙ্কর ঘটনার পরেও ৫৪ ঘন্টা লাগলো পুলিশের আততায়ীদের ধরতে। সোমবার দুপুরে ওই ঘটনার পর থেকে প্রায় ৫৪ ঘণ্টা কেটে গিয়েছে। অবশেষে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকি ৬ জনের খোঁজ চলছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ধৃতদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি এখনও। তবে হামলার দিন ওই দুজন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন বলে সূত্রের খবর। বর্তমানে খগেন মুর্মু দুজনেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শঙ্কর ঘোষকে চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। খগেন মুর্মুর চোখের নীচের হাড় ভেঙে গিয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রের খবর। মঙ্গলবারই তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার তাঁকে দেখতে যান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। ইতিমধ্যেই পুরো ঘটনা নিয়ে রিপোর্ট তলব করেছেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। একজন সাংসদের উপর হামলা হওয়া সত্ত্বেও কেন পুলিশের এমন গাফিলতি? কেন গ্রেফতারিতে এত দেরী, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তবে তৃণমূলের দাবি, এই মুহূর্তে বন্যাত্রাণই সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সিনেমার খবর

দেব আরও ৩০ বছর রাজত্ব করুক: প্রসেনজিৎ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এবারের দুর্গাপূজায় টালিউডে চারটি সিনেমা মুক্তি পেতে চলেছে। এর মধ্যে অভিনেতা দেবের 'রঘু ডাকাত' একটি। সেই উপলক্ষে গতকাল শনিবার হয়ে গেল ট্রেলার মুক্তির অনুষ্ঠান। আর সেই অনুষ্ঠানেই প্রথমবারের মতো দর্শকদের টিকিট কেটে ট্রেলার দেখার সিস্টেম তৈরি করেন অভিনেতা। দেবের সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। একই সঙ্গে তার সিনেমা 'দেবী চৌধুরানী'ও পূজায় মুক্তি পেতে চলেছে।

শুধু উপস্থিতই ছিলেন না, তিনি দেবকে 'ছোটভাই' হিসেবে উল্লেখ করে তার ভূয়সী প্রশংসাও করেন। প্রসেনজিৎ বলেন, আমি আজ এখানে এসেছি দুজন মানুষের জন্য। একজন আমার ছোটভাই দেব। তার সিনেমা আগামী ৩০ বছরও যেন দর্শকদের একইভাবে আনন্দ দিতে পারে। দেব আরও ৩০ বছর রাজত্ব করুক।

এ বর্ষীয়ান অভিনেতা বলেন, 'রঘু ডাকাত' শুধু দেবের সিনেমা নয়, এটা আমাদের সবার সিনেমা। আমরা এখানে বাংলা সিনেমার উৎসব করতে এসেছি। ব্যক্তিগতভাবে আমার পথচলার ৪২ বছর।

বাংলা সিনেমার প্রতি প্রসেনজিতের ভালোবাসা ও সমর্থন নতুন কোনো ঘটনা নয়। তিনি বলেন, পূজাতে চারটি বাংলা সিনেমা আসছে। আপনারা সবকটি সিনেমাই দেখবেন। বাংলা সিনেমা যেন সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

শুটিংয়ে আহত সালমান খান, এখন কেমন আছেন?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড মেগাস্টার সালমান খান লাদাখ অঞ্চলে তাঁর নতুন সিনেমা 'দ্য ব্যাটল অফ গালওয়ান' শুটিংয়ের সময় আহত হয়েছেন। গালওয়ান যুদ্ধের ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৈরি এই সিনেমার শুটিং চলাকালে শারীরিক চোট পেলেও প্রথম শিডিউলের কাজ শেষ করেছেন সালমান।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, শুটিংয়ের দ্বিতীয় শিডিউল খুব শিগগিরই শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সালমানের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় শুটিং

পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক, অভিনেতাকে কিছুদিন বেড রেস্ট করতে হবে।

সালমান ও সিনেমার পুরো শুটিং টিম লাদাখে প্রায় ১০ ডিগ্রি তাপমাত্রার শীতল পরিবেশে কাজ করছিলেন। অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং চলাকালীন সালমান শরীরে চোট পান। কম অক্সিজেন এবং কঠোর আবহাওয়ার মধ্যেও তিনি শুটিং বন্ধ করেননি। মোট ৪৫ দিনের শুটিং পরিকল্পনার মধ্যে ১৫ দিন লাদাখেই কাজ করেছেন তিনি।

'দ্য ব্যাটল অফ গালওয়ান' সিনেমাটি ২০২০ সালে ভারতের লাদাখ সীমান্তে ভারতের ও চীনের মধ্যে সংঘটিত গালওয়ান সংঘর্ষের উপর ভিত্তি করে নির্মিত হচ্ছে। সালমান এই সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে একটি বড় ছাপ ফেলতে চান। তবে শুটিংয়ের এই অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা তার পরিকল্পনায় বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঘরে আসছে নতুন অতিথি, ক্যাটরিনার ভাইরাল ছবি ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের জনপ্রিয় জুটি ক্যাটরিনা কাইফ ও ভিকি কৌশলকে ঘিরে আবারও উঠেছে সুখবরের গুঞ্জন। বিয়ের পর থেকেই ভক্তদের প্রশ্ন- কবে তিন থেকে চার হবেন এই তারকা দম্পতি?

সম্প্রতি একটি ভিডিওতে ক্যাটরিনাকে ঢিলেঢালা সাদা পোশাকে ভিকির সঙ্গে দেখা যায় মুম্বাইয়ের ফেরি পোর্টে। সেই দৃশ্য দেখেই ভক্তদের ধারণা জন্মায়, অভিনেত্রী সম্ভবত মা হতে চলেছেন।

একটি বিজ্ঞাপনের শুটিং সেট থেকে ফাঁস হওয়া ছবিতে যেন মিলল নতুন ইঙ্গিত। ছবিটি ভাইরাল হতেই ভক্তদের প্রত্যাশা আরও বেড়ে গেছে- খুব শিগগিরই হয়তো ক্যাটরিনা-ভিকি জানাবেন তাঁদের প্রথম সন্তানের খবর। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও কিছু জানানো হয়নি।

যদিও বলিউডের অদ্ভুত এক কুসংস্কারের কথাও এখানে জুড়ে দিচ্ছেন অনেকেই- 'পোলকা ডট পরলেই নাকি মা হওয়ার ঘোষণা আসে'।

অনুশকা শর্মা, দীপিকা পাড়ুকোন থেকে শুরু করে কিয়ারা আডবানি পর্যন্ত, অনেকের ক্ষেত্রেই এই মিল খুঁজে পাওয়া গেছে। ক্যাটরিনার নতুন বছরের পোস্টেও তাকে দেখা গিয়েছিল পোলকা ডট পোশাকে।

সব মিলিয়ে ভক্তদের অপেক্ষা এখন শুধু একটাই- আনুষ্ঠানিক ঘোষণা।

ফাঁকা গ্যালারিতে দুরন্ত ম্যাকলারেনরা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আইএফএ শিল্ডে দাপুটে জয় দিয়ে অভিযান শুরু করল মোহনবাগান। আই লিগের দল গোকুলম কেরালা এফসিকে ৫-১ গোলে উড়িয়ে দিল সবুজ-মেরুন। খেলার প্রথম থেকেই আধিপত্য বজায় রাখলেন রডরিগেজরা। কলকাতা লিগ, ডুরান্ডে ব্যর্থ হওয়ার পর শিল্ডেই ট্রফি জিততে পাখির চোখ করেছে মোলিনার দল। সুপার কাপের আগে শিল্ড যেন প্রস্তুতি পর্ব। কিশোরভারতীতে মোহনবাগানের জয়ের চেয়েও বড় হয়ে দাঁড়াল সমর্থকদের 'ম্যাচ বয়কট'। ইরানে এএফসি এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস লিগ ২-র ম্যাচ খেলতে যায়নি মোহনবাগান। গতবছরও যে কারণে শাস্তির মুখে পড়তে হয়েছিল সবুজ-মেরুনকে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, এবারও শাস্তির খাড়া নেমে আসতে পারে মোহনবাগানের উপর।

গত কয়েকদিন ধরেই বিক্ষোভের আগুন জ্বালাতে শুরু করেছেন বাগান সমর্থকরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় যার আঁচ তীব্রতর হয়। এমনকি মোহনবাগানের অনুশীলনেও দিমিত্রি, কামিংসদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। বৃহস্পতিবার প্রিয় দলের ম্যাচ বয়কট করলেন অধিকাংশ সমর্থক। ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে লেখা ব্যানার নিয়ে মাঠে প্রবেশ করলেও, পুলিশ সেই ব্যানার সরাতে বাধ্য করে। গঙ্গাপারের ক্লাবে শেষ কয়েক বছর ট্রফির বন্যা বয়েছে। তাও সমর্থকরা মেনে নিতে পারেনি, প্রিয় দলের ইরান না যাওয়া। স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন প্রত্যেকে। ভিসা সমস্যার কারণে শুরুতে ইরান যেতে রাজি হয়নি মোহনবাগানের অস্ট্রেলিয়ান ফুটবলাররা। বাকি বিদেশিরাও সেই তালিকায় নিজেদের নাম সংযোজন করেন। নিরাপত্তাজনিত কারণে ইরান যেতে রাজি হয়নি মোহনবাগানের ফুটবলাররা। ম্যানেজমেন্টের দাবি, ভারতীয় দূতাবাস বা বিদেশমন্ত্রকের তরফ থেকে সুরক্ষার পূর্ণ আশ্বাস বা উত্তর না পাওয়ার কারণেই ইরান যাওয়ার ঝুঁকি নেয়নি মোহনবাগান সুপারজায়েন্ট।

এ ঘটনা ভাল ভাবে মেনে নেয়নি সমর্থকদের একাংশ। তাদের দাবি ছিল, দেশিয় স্কোয়াড নিয়েও ইরানে এসিএল টু-র গ্রুপ পর্বের ম্যাচ খেলতে যেতে পারত মোহনবাগান। বারংবার একই ঘটনা দেখে রীতিমতো বিরক্ত তারা। আন্তর্জাতিক মঞ্চে এ ধরণের আচরণ মেনে নিতে পারেনি বাগান সমর্থকদের একাংশ। ক্ষোভের আগুন ক্রমেই বেড়েছে। এ বিষয়টি নিয়ে বোর্ড অব ডিরেক্টরদের পরবর্তী বৈঠকে আলোচনার আশ্বাস দিয়েছেন ক্লাব কর্তারা। তাতে যদিও চিড়ে ভেজেনি।

কিশোরভারতীতে এদিন প্রায় ফাঁকা স্টেডিয়ামেই খেলল মোহনবাগান। এএফসিতে না খেললেও এএফসির জার্সিতেই আবার মাঠে নামতেন ম্যাকলারেনরা। আইএফএ সচিব বললেন, 'শিল্ড অল্প সময়ের মধ্যে আয়োজন করতে হয়েছে। এই টুর্নামেন্ট খেলতে জার্সির জন্য কোনও আলাদা করে কোনও সংস্থার সঙ্গে চুক্তি হয়নি। তাই যে কোনও দলই তাদের পছন্দমতো জার্সি পরে মাঠে নামতে পারে।' মোহনবাগানের হয়ে এদিন জোড়া গোল করেন রডরিগেজ ও ম্যাকলারেন। অপর গোলদাতা রবসন রোবিনহো। তবে এদিন মাঠে ম্যাকলারেনদের পারফরম্যান্সের চেয়েও বড় হয়ে দাঁড়াল বাগান জনতার একাংশের 'ম্যাচ বয়কট'। যা অবশ্যই ভাবাতে বাধ্য কর্তাদের।

ফুটবলকে বোয়াটেংয়ের বিদায়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জাতীয় ফুটবলের অধ্যায় শেষ হয়েছে বেশ আগে। ক্লাব ফুটবলেও ভালো যাচ্ছিল না সময়টা। শেষ পর্যন্ত পেশাদার ফুটবল থেকে অবসর ঘোষণা করে দিলেন জার্মানির বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার জেরোম বোয়াটেং।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্য ইনস্টাগ্রামে শুক্রবার বিদায়ের ঘোষণা দেন ৩৭ বছর বয়সী এই ডিফেন্ডার। তবে তার দাবি, বাধ্য হয়ে নয়, মনের ডাক শুনেই ফুটবলকে বিদায় বলেছেন বায়ার্ন মিউনিখের সাবেক এই তারকা।

"দীর্ঘদিন ধরে খেলেছি, বড় বড় ক্লাবের হয়ে, আমার দেশের হয়ে। লম্বা এই পথচলায় শিখেছি, জিতেছি, হেরেছি, সব মিলিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছি।"

"ফুটবল আমাকে অনেক কিছুই দিয়েছে, তবে এখন সময় সামনে তাকানোর। সেটা এই কারণে নয় যে আমি বাধ্য হচ্ছি, বরং এই কারণে যে আমি এখন তৈরি। যে দলগুলি, সমর্থকেরা ও যে মানুষগুলি আমাকে এগিয়ে নিয়েছে, এবং সবকিছুর ওপরে আমার পরিবার, সন্তানেরা, সবার প্রতি কৃতজ্ঞ আমি। তাদেরকে সবসময় পাশে পেয়েছি।"ফুটবল কিট

ক্লাব ক্যারিয়ারে সবশেষ খেলছিলেন অস্ট্রিয়ান ক্লাব লাস্ক লিঙ্গে। ক্লাবটির সঙ্গে তার চুক্তি ছিল ২০২৬ সাল পর্যন্ত। তবে গত ১৯ অগাস্ট পারস্পরিক সমঝোতায় সেই চুক্তি শেষ হয়ে যায়। ঠিক এক মাস পরই বিদায়ের ঘোষণা দিলেন তিনি।

জার্মানির ২০১৪ বিশ্বকাপজয়ী এই সদস্য পেশাদার ফুটবলে ১৮ বছরের ক্যারিয়ারে খেলেছেন সাতটি ক্লাবে। তবে ফুটবল বিশ্বে তার মূল পরিচয় বায়ার্নের বোয়াটেং হিসেবে। ২০১১ সালে ম্যানচেস্টার সিটি থেকে জার্মানির সবচেয়ে বড় ক্লাবে যোগ দেন তিনি। এই ক্লাবে ১০ বছরে পান ৯টি বুন্দেসলিগা, দুটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও দুটি ক্লাব বিশ্বকাপসহ ২২টি ট্রফি জয়ের স্বাদ।

জার্মানির হয়ে খেলেছেন তিনি ৭৬ ম্যাচ। সবশেষ ২০১৮ সালে। ২০১০ বিশ্বকাপে তৃতীয় হওয়া জার্মানি দলেও ছিলেন এই সেন্টার ব্যাক।

২০২১ সালে বায়ার্ন ছাড়ার পর দুই মৌসুম ছিলেন তিনি অলিম্পিক লিওঁতে। পরে ইতালির ক্লাব সালেরনিতানা হয়ে গত বছর যোগ দেন লাস্কে। এখানেই শেষ হলো তার ক্যারিয়ার।ফুটবল কিট

বিমান আর '৬-০' দেখিয়ে ভারতকে কি রাফাল দুঃস্বপ্ন মনে করিয়ে দিলেন হারিস রউফ?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এশিয়া কাপ ২০২৫-এর সুপার ফোরের রোমাঞ্চকর লড়াই শুধু ব্যাট-বলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মাঠের বাইরে আলোচনায় উঠে এসেছেন পাকিস্তানের ফাস্ট বোলার হারিস রউফ। হাতের ইশারায় তিনি সমর্থকদের তো বটেই, ভারতকেও যেন মনে করিয়ে দিয়েছেন 'রাফাল দুঃস্বপ্নের' কথা!

ভারতের ইনিংস চলাকালে বাউন্ডারিতে ফিল্ডিং করতে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে কিছু ভারতীয় সমর্থক গ্যালারি থেকে উসকানি দিচ্ছিলেন তাকে। তারই জবাবে হারিস রউফ আঙুল তুলে '৬-০' দেখান এবং হাত নেড়ে এমন ভঙ্গি করেন যেন একটি বিমান উড়ছে এবং পরে ভেঙে পড়ছে।

বিষয়টি যে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর মে মাসের 'অপারেশন বুনইয়ান-উম-মারসুস' সম্পর্কিত তা বুঝাই যাচ্ছিল। সে অভিযানে ছয়টি ভারতীয় যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করার দাবি করেছিল পাকিস্তান, যার মধ্যে বেশ কয়েকটি ছিল আবার ফরাসি রাফাল।

মুহূর্তের মধ্যে ঘটনাটির ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তানি সমর্থকেরা একে সাহসী, মজার এবং গৌরবের ইঙ্গিত হিসেবে

দেখেছেন। অন্যদিকে ভারতীয় সমর্থকেরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

তবে মাঠের খেলায় হারিস রউফরা কোনো জবাবই অবশ্য দিতে পারেননি ভারতকে। রবিবার দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ভারত ১৭২ রানের লক্ষ্য ছুঁয়ে যায় ছয় উইকেট হাতে রেখে।

ম্যাচ শেষে আবারও আলোচনায় ছিল দুই দলের না হওয়া 'হ্যান্ডশেক'। কোনো দলই এগিয়ে এসে হাত মেলাননি। প্রতিবারের মতো ম্যাচ-পরবর্তী করমর্দন না হওয়া নিয়ে আবারও সমালোচনা শুরু হয়েছে। অনেকে এটিকে খেলোয়াড়সুলভ মানসিকতার অভাব হিসেবে দেখেছেন।

দুই দলই এ বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি। তবে ঘটনাটি আবারও দুই দেশের রাজনৈতিক বৈরিতাকে সামনে নিয়ে এসেছে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR